গাংনীতে স্মার্ট জাতের টমেটো চাষে কৃষকের বাজিমাত

প্রতি বছরই আগাম জাতের সবজি চাষে বেশি মুনাফা অর্জন করলেও এবার আগাম ও উন্নত জাতের স্মার্ট-১২১৭ জাতের টমেটো চাষে বাজিমাত করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের কৃষক সজিব রহমান।

ইতোমধ্যে দেড় লাখ টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন। আরও লক্ষাধিক টাকার টমেটো বিক্রি করবেন বলে তিনি আশাবাদি। উন্নত জাত ও সঠিক পরিচর্যা ও কৃষি বিভাগের প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেলে সবজি চাষিদের ভাগ্যবদলাতে পারে এমন প্রত্যাশা তার। নতুন ও উন্নত জাতের ফসল চাষে মাঠ দিবসের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এমন দাবী কৃষি অফিসের।

মেহেরপুর জেলায় এই প্রথম স্মার্ট-১২১৭ জাতের টমেটো আবাদ করেছেন ভাটপাড়া গ্রামের আকবর আলীর ছেলে কৃষক সজিব রহমান। তিনি জানান, এক বীজ কোম্পানীর মাঠ দিবসে অংশ গ্রহন করে স্মার্ট-১৭ জাতের হাইব্রীড টমেটোর বিষয়ে জানতে পারেন তিনি। পরে পরীক্ষামুলক এক বিঘা জমিতে স্মার্ট-১২১৭ জাতের টমেটোর চারা রোপন করেন। তিনমাস যেতে না যেতেই গাছে আসে ফুল ও ফল। প্রতিটি গাছের পাতার নিচে থোকায় থোকায় ঝুলতে দেখা যায় টমেটো। গাছ ঠেকাতে গাছের সাথে বেঁধে দিতে হয় বাঁশের খুঁটি। ইতোমধ্যে তিনি দেড় লাখ টাকার টমেটো বিক্রি করেছেন। এখনও জমিতে লক্ষাধিক টাকার টমেটো রয়েছে। সঠিক সময়ে কৃষি অফিসের সহায়তা ও নতুন নতুন উন্নত জাত কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে আরও লাভবান হওয়া সম্ভব।

কৃষক সজিব রহমানের টমেটো চাষে বাজিমাতের খবরে অনেকেই আসছেন তার কাছে পরামর্শ নিতে। সবজি চাষি শাহীন জানান, তিনি জানান, অন্যান্য জাতের টমেটো চাষে লাভ হয় তবে স্মার্ট জাতের টমেটো চাষে প্রায় তিনগুন লাভ সম্ভব। এবার দুই বিঘা জমিতে এ নতুন জাতের টমেটো আবাদ করবেন বলে জানান তিনি। একই কথা জানালেন রাইপুর গ্রামের সবজি চাষি মিনাজ উদ্দীন।

সবজি চাষি কাবিরুল ইসলাম জানান, শুধু স্মার্ট-১২১৭ জাতের টমেটো নয়, অনেক উন্নত জাত আছে যা চাষিরা জানে না। স্থানীয় কৃষি অফিস

যদি ওইসব আবাদ সম্পর্কে ধারনা দেয় তাহলে এই অঞ্চলে সব আবাদেই চাষিরা লাভবান হতে পারে। বিভিন্ন বীজ কোম্পানীর উদ্যোগে চাষিরা আবাদ সম্পর্কে যে টুকু ধারনা পেয়ে থাকে শুধুমাত্র সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ। স্থানীয় কৃষি অফিসার ও উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তারা যদি চাষিদেরকে উন্নত জাত নির্বাচনে সহায়তা করে তাহলে নতুন নতুন আবাদের খোঁজ পাবেন চাষিরা। চাষি সজিবের মতো তিনিও এবার উন্নত ও আগাম জাতের টমেটো আবাদ করবেন এবং সে ব্যাপারে পরামর্শ নিচ্ছেন তিনি।

কৃষি অফিসের হিসেব মতে, এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি আগাম জাতের টমেটো চাষ হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, রোমা ভিএফএম রোমারিও, টিপু সুলতান, গ্রেট পেলে, ডেল্টা এফ-১, নিউ রুপালী এফ। এগুলো ভরা মৌসুমী জাত। শীতকালে স্বাভাবিক ভাবেই এসব জাতের টমেটো আবাদ হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ বপনের পর অক্টোবর – নভেম্বরে এসব জাতের টমেটোর চারা রোপন করা হয়ে থাকে। এসব জাতের টমেটো গাছে ফুল ও ফল আসতে একটু দেরি করে তাই ফলন নিয়েও হতাশায় থাকেন চাষিরা।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. ইমরান হোসেন জানান, চলতি বছরে ৬৫ হেক্টর জমিতে আগাম জাতের টমেটো আবাদ হয়েছে। এতে ১৫০০ মে. টন টমেটো উৎপাদন হবে। যা জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে চাষিরা লাভবান হবে।

তিনি আরও জানান, এ অঞ্চলের জেলার মাটিতে সব ধরনের ফসল উৎপাদন হয়। যা দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে এখানকার উৎপাদিত টমেটো ও সবজির সু-স্বাদু হওয়ায় চাহিদা ও দাম ভাল। সে কারনে কৃষক সজিব রহমানের মত কৃষকদের পাশে থেকে মাঠ দিবসের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের জাত সম্পর্কিত নানা পরামর্শ দিয়ে আসছে কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরের জনপ্রিয় হচ্ছে

মালচিং পদ্ধতি

মেহেরপুরের কৃষকদেও কাছে দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মালচিং পদ্ধতি। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি খরচ কম ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় যে সকল চাষ পদ্ধতি রয়েছে তার অন্যতম মালচিং পদ্ধতি। আর পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে লাভবান হওয়ায় মেহেরপুর জেলার কৃষকরা ঝুঁকছেন এ পদ্ধতি ব্যবহারে।

মালচিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলের চাহিদা ও মুল্য বেশি পাওয়ায় অনেক কৃষকই আগ্রহী হয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন মালচিং পদ্ধতি সম্পর্কে। আর এতে সহায়তা করছেন বেসরকারী সংস্থা পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

মেহেরপুর কৃষি অফিসের দেয়া তথ্য সুত্রে জানাগেছে, জেলায় এবছর ৫০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের টমেটো আবাদ হয়েছে। এতে ২০০০ মেট্রিক টন টমেটো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। জেলায় উন্নত জাতের মধ্যে বিউটি প্লাস, লাভলী, অভিলাস, লভেলট্রি, বাহুবলি ও জিরো ফোর জাতের টমেটো আবাদ হচ্ছে। আর এসকল টমোটোর আবাদের খরচ কমিয়ে রোগ বালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে মালচিং পদ্ধতি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মালচিং হচ্ছে চাষকরা মাটির উপর এক ধরনের মোটা ও কার্বন যুক্ত পলিথিন পেপার। যা মাটি বাহিত বালাই প্রতিরোধী ও সেচ সাশ্রয়ী। মালচিং পদ্ধতিতে টমেটো চাষ করে খরচ কম হচ্ছে এবং উৎপাদিত ফসলের গুনগত মান বৃদ্ধি হচ্ছে। পাশাপাশি বাজারেও চাহিদা বাড়ছে। ফলে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরের টমেটোসহ মালচিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিভিন্ন সবজি। এপদ্ধতি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিতে কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন পরামর্শও দেয়া হচ্ছে। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি কাজ করে কৃষকদের আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

গাড়াডোব গ্রামের টমেটো চাষী আমজাদ হোসেন জানান, প্রচলিত পদ্ধতিতে আবাদ করে লোকসান হচ্ছিল। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি বিনামুল্যে মালচিং পেপার ও কিছু নগদ অর্থ সহায়তা করে। তাদের কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমে এক বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করা হয়। টমেটো গাছ অনেক বড় ও সবল হয়েছে। মাটি বাহিত রোগ বালাই নেই। সেচ খরচও হচ্ছেনা। এক বিঘা জমিতে টমেটো আবাদ করেত খরচ হয়েছে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। ৫০ হাজার টাকার টমেটো